দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 DEC 1992
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে শিক্ষা ঋণ

মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার

ঋণ করে ঘি খাওয়ার কথা হর-হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু ঋণ করে জ্ঞান অর্জনের কথা তেমন একটা শোনা যায় না। প্রথমোক্তটা ভোগ এবং অপচয়ের সাথে জড়িত আর শেষোক্তটা যুক্ত বিনিয়োগ এবং গড়ার সাথে। ভোগেই আমাদের উৎসাহ এবং আতিশয্য। এ পথেই আমরা খেলাপি ঋণ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছি। বিনিয়োগে আমাদের উৎসাহ এবং সাফল্য কম। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ দুটো আরও কম। যদিও এখন এটা আর অজানা নয় যে, শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ-ভবিষ্যতের জন্য, মানব মূলধন গঠন বা মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ। ঋণ করে ঘি না খেয়ে বাঙ্গালী যদি ঋণ করে হলেও জ্ঞান অর্জন করত (এটা যদি প্রবাদে পরিণত হতো) তাহলে আজকের বাংলাদেশের এবং বাঙ্গালীর চেহারা অবশ্যই ভিন্নরকম এবং উন্নততর হতো।

ঋণের ক্ষমতা উপলব্ধি এবং ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা কেবল অভি-নবত্বেরই স্বাক্ষর রাখিনি, পরিচয় দিয়েছি যথেষ্ট উদ্ভাবনী শক্তির। এ প্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ ইউনুস-এর গ্রামীণ ব্যাংক মডেল এবং জনাব লুৎফর রহমান সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান প্রকল্প (বিকল্প) বা 'আয় থেকে দায় শোধ' কর্মসূচী বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য তেমনি ধরনের কোন উদ্যোগ বা আয়োজনের কথা আমাদের জানা নেই। আমাদের নিজেদের থেকে সচেতন না হলে কি হবে। আমাদের সচেতন হতে হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের 'ব্যবস্থাপত্রের' বদৌলতে। বিশ্বব্যাংকের ভূমিকাকে আমরা যতই বিতর্কিত বলে মনে করিনা কেন এবং ঋণের শর্তাবলীর প্রতি যতই কটাক্ষ করিনা কেন- প্রতি-ষ্ঠানটি ও তার প্রভাবাধীন দাতাসংস্থা থেকে ঋণ পেতে ও নিতে হলে তার 'ব্যবস্থাপত্র' হজম করা ছাড়া অন্য পথ খুব কমই খোলা আছে।

বিশ্বব্যাংক উচ্চশিক্ষার অর্থায়নের (financing) কৌশল হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য ঋণবাজার সৃষ্টির সুপারিশ করেছে। ঋণবাজার (credit market) সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রত্যাহার এবং ব্যয় পুনরুদ্ধার বা খরচ আদায়ের নীতিকৌশল (Strategy of cost recovery) প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন নিম্নরূপ। "সাম্প্রতিককালে অনেক অর্থ-নীতিবিদ প্রশ্ন তুলেছেন উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চহারে ভর্তুকি দেয়া কি দক্ষ না ন্যায়-বিচারের পরিচায়ক? ভর্তুকিকে কেবলমাত্র ব্যয়-উপকারিতা বিশ্লেষণের (cost benefit analysis) মানদন্ডে বিচার করলে সরকারী অপ্রতুল সম্পদের সবচেয়ে ভাল বা কাম্য ব্যবহার হচ্ছে বলে বলা যাবেনা। গবেষণালব্ধ ফলাফল সাক্ষী দিচ্ছে যে, প্রাথমিক স্তরে মৌলিক শিক্ষার জন্য ব্যয় অধিক লাভজনক এবং উচ্চশিক্ষার তুলনায় অধিক হারে রিটার্ন বা ফসল পাওয়া যায়-(Psacharopoulos-1985). দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি পূরণের যে লক্ষ্য নিয়ে ভর্তুকি নীতি অনুসৃত হচ্ছিল সেখানে অনেক ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত, শিক্ষিত বেকার ও মেধা পাচার ঘটেছে। বিনা বেতন বা নামমাত্র বেতন, থাকাখাওয়ার জন্য উদারভাবে অনুদান ও প্রচুর বৃত্তি দেয়া সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, ধনী শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই উচ্চশিক্ষায় বেশি প্রবেশ করছে। গরীব শ্রেণীর অধিকাংশ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন মাধ্যমিক স্তরেই শেষ হচ্ছে। কাজেই অনেক দেশ প্রাথমিক স্তরে বেশি বিনিয়োগ এবং উচ্চস্তরে খরচ আদায় বা ব্যয় পুনরুদ্ধার করার কথা গুরুত্ব সহকারে ভাবছে।" ভর্তুকি প্রত্যাহার এবং ব্যয় পুনরুদ্ধার নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য ফি প্রবর্তন বা ফি বৃদ্ধিকরণ এবং হলে-হোস্টেলে থাকা-খাওয়ার জন্য চার্জ আদায় বা চার্জ বৃদ্ধিকরণ। আর এই বর্ধিত আর্থিক চাপ মোকাবেলা করতে, ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা ও সমর্থন দানের লক্ষ্যেই বিশ্ব-ব্যাংক ঋণবাজার সৃষ্টির সুপারিশ করেছে।

আমাদের নিজেদের গরজেই হোক বা বিশ্বব্যাংকের পরামর্শেই হোক- আমরা বাংলাদেশে শিক্ষাঋণ কর্মসূচীর সম্ভাব্যতা (feasibility) এবং এর ভাল-মন্দ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে পারি। আমাদের জন্য নতুন হলেও সংগঠিতভাবে শিক্ষাঋণের কর্মসূচী মোটেই নতুন নয়। পঞ্চাশের দশকে সরকারীভাবে এই কর্মসূচী চালু হয় ডেনমার্ক, সুইডেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কলম্বিয়াতে। ষাট ও সত্তরের দশকে বিভিন্ন দেশ এই কর্মসূচী গ্রহণ করে। বর্তমানে উন্নত ও অনুন্নত নির্বিশেষে প্রায় ত্রিশটি দেশে শিক্ষা ঋণ কর্মসূচী চালু আছে। উপরোক্ত দেশগুলো ছাড়াও জার্মানী, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, জাপান, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, হংকং, ঘানা, নাইজেরিয়া ও আইভরি কোস্ট প্রভৃতি দেশের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির প্রবক্তা গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ১৯৮৭ সালে এই কর্মসূচী চালু করেছে। অস্ট্রেলিয়াতে শিক্ষা ঋণ কর্মসূচী না থাকলেও সম্প্রতি সেখানে উচ্চশিক্ষার অবদান স্কিম (HECS) নামে একটি স্কিম চালু করা হয়েছে যাকে 'গ্রাজুয়েট ট্যাক্স' হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। ইউরোপে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হচ্ছে ফ্রান্স-যেখানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উদার-ভাবে অনুদান ও বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং যেখানে শিক্ষা ঋণ কর্মসূচী এখনও গ্রহণ করা হয়নি। সার্কভুক্ত তিনটি দেশ ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে খুবই সীমিত আকারে শিক্ষা ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছিল। দুঃখজনক স্থলেও সত্য যে, এই তিনটি দেশে এ কর্মসূচী তেমন সাফল্যের মুখ দেখেনি। এতদসত্ত্বেও আন্তর্জাতিক অভি-জ্ঞতা বলছে বাংলাদেশে এ কর্মসূচী বাস্ত-বায়নযোগ্য এবং এর সাফল্যের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এখন শিক্ষা ঋণ কর্মসূচীর ভাল-মন্দের প্রশ্ন বিবেচনা করা যাক। সমর্থকদের অভিমত হচ্ছে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের বাজেটের ওপর চাপ কমানো যাবে। অন্য কথায় এর ফলে উচ্চশিক্ষার খরচ বহনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়তঃ এ প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত সম্পদ উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে বা অগ্রাধিকার অনুযায়ী মৌলিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা সম্ভব হবে। তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার খরচ সম্পর্কে সচেতন করবে; তাদের বিষয় নির্বাচনে, সময়মত শিক্ষা সমাপনে এবং সর্বোপরি ক্যারিয়ার গঠনে অধিকতর দায়িত্বশীল করবে। চতুর্থতঃ পেশা নির্বাচন প্রভাবিত করতে এবং গ্রাম এলাকায় পেশাজীবীদের ঘাটতিপূরণে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব। পঞ্চমতঃ এ ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং অপচয় হ্রাস পাবে। সবশেষে অনুদান ও বৃত্তির তুলনায় শিক্ষাঋণ পদ্ধতি অধিকতর ন্যায়নীতির পরিচায়ক বলে এর সমর্থকরা দাবি করেন। কারণ, এর ফলে কম আয় সম্পন্ন করদাতাদের নিকট থেকে গড়ে বেশি আয় সম্পন্ন ভবিষ্যত উচ্চ ডিগ্রীধারীদের নিকট তুলনামূলকভাবে কম সম্পদ হস্তান্তরিত হবে।

বিরোধীদের বক্তব্য হচ্ছে এ ব্যবস্থায় গরীবদের উচ্চশিক্ষায় নিরুৎসাহিত করবে এবং উচ্চশিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ হ্রাস পাবে। নারীরাও এ পদ্ধতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উচ্চশিক্ষিত নারীর বিয়ের ক্ষেত্রে ঋণের দায় উল্টো যৌতুক বলে গণ্য হবে। তাছাড়া এ ব্যবস্থার প্রশাসনিক ব্যয় অনেক বেশী এবং ঋণ পরিশোধে গাফিলতি, অনীহা ও অক্ষমতা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সরকারী অর্থের খুব কমই সাশ্রয় হবে। সুদের হার শূন্য বা প্রচলিত হারে নীচে হলে এক্ষেত্রেও ভর্তুকি এড়ানো যাবে না।

উপসংহারে বলতে চাই, বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য ঋণবাজার সৃষ্টির প্রস্তাব বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ঋণের বাজারে শিক্ষা ঋণ একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কাজেই বাজার অর্থনীতির সমর্থকরা এ ব্যাপারে আগ্রহী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করা যায়। সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির সমর্থ-করাও এ বিষয়ে আকৃষ্ট ও কৌতূহলী হতে পারেন গণচীনের উদাহরণ ও অভিজ্ঞতা থেকে। স্থিতাবস্থার সমর্থকরাও এগিয়ে আসতে পারেন বিশ্বব্যাংকের বক্তব্য খন্ডনের মাধ্যমে। সুস্থ বিতর্কের এবং উপযুক্ত গবেষণার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাই আজকের প্রধান করণীয়।

[এ লেখাটি রচনায় Commonwealth secretariat কর্তৃক প্রকাশিত Maureen Woodhald-এর Lenling for Learning: Designing A student loan Programme for Developing countires শীর্ষক পুস্তকটির নিকট বিশেষভাবে ঋণী।]

[লেখক সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি, ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজ, গাজীপুর]